পরিকল্প নং- ৪০৬

ইসলামী ডিপিএস (পেনশন বীমা)

অফুরন্ত কর্মক্ষমতা ও জীবনী শক্তির অধিকারী মানুষ একদিন বার্ধক্যের ভারে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন জীবনের শেষ দিনগুলো সুখে শান্তিতে কাটাতে প্রয়োজন অর্থের। এ চিরন্তন সত্য মোকাবেলার জন্য যৌবনেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। বিষয়টি বিবেচনা করে বার্ধক্যের জীবন চিন্তামুক্ত, শান্তিময় এ স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে প্রগতি ইসলামীবীমা ডিভিশন ইসলামী ডিপিএস (পেনশন বীমা) নামক পরিকল্প প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পের মাধ্যমে নিয়মিত সঞ্চয় করে সহজেই আপনার অনাগত দিনগুলোকে সুনিশ্চিত ও দুশ্চিন্তামুক্ত করতে পারেন।

এ পরিকল্পের বৈশিষ্ট্য ঃ এ পরিকল্পে পলিসির মেয়াদ ১০ বছর। মেয়াদ পূর্তির পূর্বে বীমা গ্রাহকের মৃত্যু হলে তার মনোনীতককে পূর্ণ বীমা অংক পরিশোধ করা হবে। মেয়াদ পূর্তিতে বীমা গ্রাহক এককালীন পূর্ণ বীমা অংক লাভ সহ উত্তোলন করতে পারবেন অথবা ৫, ১০ বা ১৫ বছর মেয়াদে মাসিক পেনশন আকারে তা গ্রহণ করতে পারবেন। পেনশনের মেয়াদ ৫, ১০ বা ১৫ বৎসর হলে পেনশনের পরিমাণ হবে যথাক্রমে মাসিক প্রিমিয়ামের ২.৭৫, ১.৬০ এবং ১.২৫ গুন পেনশনের মেয়াদের মধ্যে গ্রাহকের মৃত্যু হলে তার মনোনীতক যথানিয়মে পেনশন পাবেন।

দূর্ঘটনায় প্রতিপ্রাপ্য ঃ ইসলামী ডিপিএস (পেনশন বীমা) এর মেয়াদ পূর্তির পূর্বে দূর্ঘটনা দেহের দুই হাত দুই পা দুই চোখ এর যে কোন দু'টি অঙ্গ সম্পূর্ণ ও স্থায়ী পঙ্গুত্ব কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়লে পরবর্তী প্রিমিয়াম মওকুফ হয়ে যাবে এবং বীমা অংকের ৫০% বীমা গ্রাহককে প্রদান করা হবে। ৫০% বীমা অংকে প্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে বীমাবৃতের মৃত্যু হলে অবশিষ্ট ৫০% বীমা অংক লাভ সহ মনোনীতককে পরিশোধ করা হবে। প্রথম ৫০% বীমা অংক প্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে বীমাবৃতের মৃত্যু না হলে পরবর্তী যে কোন সময়ে মৃত্যুতে মনোনীতককে পুরো বীমা অংক লাভ সহ পরিশোধ করা হবে। বীমাবৃত জীবিত থাকলে এবং পূর্বে বীমা অংকের ৫০% পেয়ে থাকলে মেয়াদান্তে লাভ সহ বীমা অংকের অবশিষ্ট ৫০% অথবা ৫, ১০ ও ১৫ বছর মেয়াদে মাসিক পেনশন আকারে ৫০% হারে পেতে পারেন।